আপনি কি জানেন

ইমাম আহমদ রেযা ও রেযবী মাযহাব কি ও কেন ?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে মাওলানা আব্দুস সালাম,
আবূ জা'ফর ও শামসুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও
মাওলানা আতাউল্লাহ, হাফিজ গোলাম মুস্তাফা ও
মাষ্টার মনির হুসাইন কর্তৃক প্রচারিত ।

অনলাইন প্রকাশন
মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আপনি কি জানেন

ইমাম আহমদ রেযা ও রেযবী মাযহাব কি ও কেন

প্রণেতা

মাওলানা আব্দুস সালাম, আবূ জা'ফর ও শামসুর রহমান

প্রকাশক

মাওলানা আতাউল্লাহ, হাফিজ গোলাম মুস্তাফা ও মাষ্টার মনির হুসাইন

অনলাইন প্রকাশন

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

উৎসর্গ

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর প্রতি এই প্রচার পত্রটি উৎসর্গ করা হল ।

আপনি কি জানেন

ইমাম আহমদ রেযা ও রেযবী মাযহাব (কি ও কেন)

রেযবীদের কুকীর্তিগুলি ফাঁস করে দিয়ে মুসলিম সমাজকে বাঁচানো আপনার ঈমানী দায়িত্ব

বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন যুগে যুগে দ্বীনে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে । এই ষড়যন্ত্র হয়েছে দুইভাবে । এক, ইসলামের বাইরে থেকে ইসলামের শত্রুরা ষড়যন্ত্র করেছে । দুই, ইসলামের ভিতর থেকে ইসলামের বন্ধুরুপী শত্রুরা ষড়যন্ত্র করেছে । ইসলামের ভিতর থেকে যেসব সাজিস (চক্রান্ত) করা হয়েছে, তার পিছনেও রাইরের শত্রুরা ছিল, আছে, থাকবে । এই রকমই একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ইমাম আহমদ রেযা ও রেযবী মাযহাব ।

কে এই আহমদ রেযা ?

রেযবী মাযহাবের ইমাম, নিরালা মুজাদ্দিদ, ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের নায়ক এই আহমদ রেযা । এর নামানুসারেই আমাদের দেশের মুশরিক বিদ্‌আতীরা নিজেদের 'রেযবী' বলে পরিচয় দেয় । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার লক্ষ্যে, হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে এদেশের মানুষ যখন ব্রিটিশ মারছে, মরছে তখন ইনি একটি বই লিখলেন - এলামুল আল্লাম বি আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম ।' অর্থাৎ খুব ভাল করে জানার বিষয় হলো যে, ব্রিটিশের শাসনাধীনে এ দেশটি দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র । ইংরেজ শাসনাধীনে এ দেশের হিন্দুদেরকে তিনি বলেছেন জিম্মি অর্থাৎ মুসলমানদের প্রজা ।

ইনি ছিলেন শীয়া মাযহাবের লোক । তাঁর বইপত্র পড়ে যে এটা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় । তিনি বুঝেছিলেন শীয়া থেকে সুন্নীদের ভেতর বিশেষত হানাফীদের মধ্যে কাজ করা অসম্ভব । তাই তিনি আহলে সুন্নাত অল জামাআতের হানাফীদের পোষাক পরে এ দেশের মানুষকে গুমরাহ করার কাজ খুব সুন্দরভাবে আনজাম দিয়েছেন । পাক - পাক - বাংলাদেশের মুসলমানদের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই যেহেতু সুন্নী হানাফী এ জন্যে তিনি এই চক্রান্ত করেছিলেন । তাঁর চক্রান্ত লক্ষ্য করুন - তাঁর ইন্তিকালের ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট পূর্বে তিনি তাঁর সন্তান ও শিষ্যদের অসিয়ত করেছেন - রেযা হোসেন ও হাসনাইন এবং তোমরা সকলে মুহাব্বতের সঙ্গে ও ঐক্যবদ্ধভাবে থাকবে । যতদুর সম্ভব শরীয়াতের অনুসরণ করবে এবং আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাব থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তার উপর মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা ফরযের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ । (অসায়া শরীফ, ১০ পৃষ্ঠা)

ইসলামের ১৪ শো বছরের ইতিহাসে কেউ এরকম অসিয়ত করেননি যে, আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাব থেকে প্রকাশ পেয়েছে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সমস্ত ফরযের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ।’

তাঁর কিতাবে কি আছে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে গেলে একটি মোটা বই হয়ে যাবে । সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটি নমুনা তুলে ধরছি । উপরোক্ত অসিয়তের পূর্বে তিনি আর একটি অসিয়ত করেছেন । তিনি বলেছেন, - প্রতিদিন হলে খুবই ভাল, নইলে সপ্তাহে দুই একদিন আমার কবরে নিম্নলিখিত খাবারগুলি পাঠাবে ।

১) দুধের আইসক্রিম যদিও মোষের দুধের হয়,
২) চিকেন বিরিয়ানী,
৩) মুরগী পোলাও,
৪) ছাগলের গোস্তের শামী কাবাব,
৫) পরটা এবং মাখন,
৬) শিরনী,

৭) অড়হরের ফিরিয়ী ডাল, আদা ও অন্য জিনিসের সাথে,
৮) গোস্ত ভরা কচুরী,
৯) আপেলের রস,
১০) বেদানার রস,
১১) লেমনেডের বোতল,
১২) দুধের বরফী, (অসায়া শরীফ, ৯ পৃষ্ঠা)

সম্ভবত বেদায়াতীদের আলা হযরতের কবরে আন্ডারগ্রাউন্ড কোন রাস্তা আছে যে রাস্তায় এসব উপাদেয় খাবার পাঠানো যায় ।

বেরেলীর মুশরিক বেতায়াতীদের আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ কতবড় বেয়াদব ছিলেন লক্ষ্য করুন - হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রযীআল্লাহু আনহার পোষকের ব্যাপারে লিখছেন -

তংগ ও চুস্ত উসকা লিবাস আউর ওহ যৌবন কা উভার
মুসকী জাতী হ্যায় কাবা শর সে কমর তক লেকর
(হাদায়েকে বখশীশ, ৩য় খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিবিগণ মুসলমানদের মা স্বরুপ । কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে অ আজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম অর্থাৎ আল্লাহর নবীর বিবিগণ মুসলমানদের মা । কোন মুসলমান যদি সে আহলে সুন্নাত অল জামায়াত ভূক্ত সুন্নী মুসলমান হয় তাহলে প্রিয়নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রযী আল্লাহু আনহা সম্পর্কে বেয়াদবী বরদাশ্‌ত করতে পারে ? আসলে একটি বিষয় আমরা অনেকেই জানি না । রাওয়াফেজ অর্থাৎ শীয়ারা মুষ্ঠিমেয় ৪/৫ জন সাহাবী বাদ দিয়ে সকলকে কাফের বলে দিয়েছে । হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমার ফারুক প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত সাহাবী শীয়াদের কাছে (মায়াজাল্লাহ) মুনাফিক কাফির, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রযী আল্লাহু আনহা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রযী আল্লাহু আনহুর বড় আদরের কন্যা । তার শানে এরকম বেয়াদবী করা সুন্নীদের কাছে অকল্পকনীয় হলেই শীয়াদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার ।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা খুবই জরুরী বলে মনে করছি । ইমাম আহমদ রেযার মৃত্যুর পর তাঁর এক শিষ্য মাহবুব আলী খান (মাযহারে আলা হযরত হাশমত আলী খাঁন এর ছোট ভাই) যিনি বোম্বের মদনপুরা জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন, লোকের কাছে বাহবা পাওয়া এবং প্রচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা ছাপিয়ে দেন । বোম্বের মুসলমানরা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । তাঁকে ইমামত থেকে বরখাস্ত করা হয় । অপমান, অপদস্ত হয়ে ১৩৭৪ হিজরীর ১৯ শে জিলহিজ্বা সোমবার তওবা নামা পেশ করেন । ১৯৫৫ সালের ১৪ ই আগষ্ট কানপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক শিয়াসাত পত্রিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয় ।

এই সময় ভারতের সুন্নী আলিমদের একটি টীম বোম্বেতে হাজির হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মাওলানা আবু ওফা শাহজাহান পুরী । তিনি কুরআন হাদীস থেকে অসংখ্য দলীল দিয়ে প্রমাণ করলেন আল্লাহতায়ালা সব গোনাহ মাফ করেন না এবং সব তওবা কবুল করেন না । (দ্রঃ - তাওহীনে রসুল তুমনে কি ৪০ পৃঃ) মাহবুব আলী তওবা করলেন ।

কিন্তু ভাইকে বাঁচানোর জন্য আসরে অবতীর্ণ হলেন মাযহারে আলা হযরত মাওলানা (আলা হযরতের বহিঃপ্রকাশ, যাকে রেযবীরা আলা হযরতের পরে মর্যাদা দেয়) হাশমত আলী খাঁন । ইনি তাঁর একটি বক্তব্যে বললেন - হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ) মুসলমাঁনো কী ভাভী আউর ভাউজ হী তো হ্যাঁয় । আউর ভাবী সে লোগ হর কীসিম কা মজাক কর সকতে হ্যাঁয় । আগার মেরে ভাই মাহবুব আলী খাঁন হযরত আয়েশা (রাঃ) কী শান মে মজাক কে কুছ শের ছাপে হ্যাঁয় তো কিয়া হুয়া ? (দ্রঃ- দৈনিক শিয়াসাত, কানপুর ২৯ শে আগষ্ট ১৯৫৫ মোতাবেক ১০ মুহার্রাম ১৩৭৫ হিজরী সোমবার) অর্থাৎ - হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ) মুসলমানদের ভাবী এবং ভাঝই তো হয় । ভাবীর সঙ্গে মানুষ সব রকমের ঠাট্টা মজাক করতে পারে । যদি আমার ভাই মাহবুব আলী খাঁন হযরত আয়েশার ব্যাপারে ঠাট্টা মজাকের কিছু কবিতা প্রকাশ করে তাতে কি হয়েছে ?

পাঠক ! যাদু ওহ যো সার চঢ়কর বোলে । হযরত আয়েশা ভাবী হলে প্রিয়নবী কে হবেন ? বড় ভাইয়ের স্ত্রীকেই তো লোকে ভাবী বলে । হযরত আয়েশা ভাবী বা ভাঝ হলে প্রিয় নবী ভাই হলেন কী না ? তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে এই মুশরিক রেযবীরাই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বড় ভাই বলে । কিন্তু একটু ঘুরিয়ে । অথচ উলামায়ে দেওবন্দকে ওরা অপবাদ দেয় যে তারা হুযুরকে বড় ভাই বলে । যদিও নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের কোন কিতাবে 'বড় ভাই' বলেন নি বা লেখেন নি । আমাদের কোন বযুর্গ কোনদিন এ কথা বলেননি ।

মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু রেযবীদের আলা হযরতের একটি ফতোয়া

আগর আদমী কে পাশ এক পিয়াস কা পানী হো আউর জঙ্গল সে এক কুত্তা আউর এক কাফির সিদ্দাতে তাসনেহী সে জান বালব হো তো কুত্তা কো পিলা দে আউর কাফের কো না দে । জারাসী ইয়ানত কাফের কী করণ হাত্তাকে আগর ওহ রাস্তা পুছে আউর কোই মুসলমান বাতাদে ইতনী বাত আল্লাহ সে উস কা আলাকায়ে মাকবূলীয়াত কাতা কর দেতী হ্যায় । (আল মালফুজ ১ম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ একজনের কাছে যদি একজন পিপাসার্তের পানি থাকে এবং জঙ্গলের একটি কুকুর এবং একজন কাফের প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হওয়ায় প্রাণ বেরোবার উপক্রম হয় তা হলে পানি কুকুরকে পান করাবে এবং কাফেরকে দিবে না । কাফেরের সামান্য একটু সহযোগিতা, এমনকি সে যদি রাস্তা জিজ্ঞাসা করে কোন মুসলমান বলে দেয়, এর ফলেই আল্লাহর সঙ্গে তার মাকবূলীয়াতের সম্পর্ক কেটে যায় ।

ঃ ইমাম আহমদ রেযার অসভ্যতা ও বর্বরতার একটি নমূনা ঃ

ওহাবী দেওবন্দীদের বিয়ে কোন মুসলমান, কাফির, মুরতাদ, মোট কথা মানুষ জন্তু জানোয়ারের কারো সঙ্গে হতে পারে না । যার সঙ্গেই হবে, জেনা হবে । (আহকামে শরীয়াত ১ খন্ড ১০৯ পৃঃ)

বোঝা গেল, রেযবীদের বিয়ে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গেও হতে পারে । আস্তাগফিরুল্লাহ ।

রেযবীরা তাদের আলা হযরতকে কখনো খোদার আসনে বসিয়েছে, কখনো নবীর আসনে বসিয়েছে, কখনো সাহাবীর চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছে । লক্ষ্য করুন ঃ মাযহারে নূরে খোদা আহমদ রেযা, সুন্নীয়ে কে পেশওয়া আহমদ রেযা, জিস কো তেরা দর মিলা আহমদ রেযা, উসনে সব কুছ পালিয়া আহমাদ রেযা ।

অর্থাৎ আল্লাহুর নূরের বহিঃপ্রকাশ আহমদ রেযা, সুন্নীদের নেতা আহমদ রেযা, আহমদ রেযা যে ব্যাক্তি তোমার দরজায় পৌঁছে গেছে, সে সব কিছু পেয়ে গেছে । তুমহি তো গম খোয়ার হো হামারে .... তুমিই আমাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিদাতা, তুমি আমাদের সব ব্যাপারে নিয়ন্তা, তুমি ছাড়া তোমার মত কে আছে । পর্দা উঠিয়ে দাও, নূরের দ্যুতি দেখিয়ে দাও । আমার অন্তরে তোমার কব্জাই তুমিই তো আমাদের রক্ষক । বেরেলী থেকে প্রকাশিত রেযবী পত্রিকা নূরী কিরণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ পৃঃ ১৬) রেযবী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব নাগমাতুর রুহতে বলা হয়েছে - কোন দেতা হ্যায় মুঝে কিস নে দিয়ে, জো দিয়ে তুম নে দিয়ে আহমাদ রেযা, দোনো আলম মে হ্যায় তেরা আশ্রা, হা মদদ ফরমা শাহ আহমাদ রেযা দ্বীন অ দুনিয়া মে মেরে বাস আপ হ্যাঁয়, ম্যায় হু কিস কা আপকা আহমাদ রেযা । (নাগমাতুর রুহ, ১১ পৃঃ)

অর্থাৎ আমাকে কে দেয়, কি দিয়েছে, আহমাদ রেযা যা দিয়েছো তুমিই দিয়েছো । ইহকালে পরকালে তোমার আশ্রয়ে থাকব, আহমদ রেযা

তুমি আমাকে সাহায্য করো । দ্বীন ও দুনিয়ায় আমার শুধু আপনি রয়েছেন । আমি কার ? আপনার আহমাদ রেযা ।

লাজওয়ালে লাজ তেরে হাথ হ্যায়, বান্দা হ্যায় বান্দা তেরা আহমদ রেযা (নাগমাতুর রুহম ৮ পৃঃ) হে সম্মানী জন আমার সম্মান তোমার হাতে, আহমাদ রেযা আমি তোমার বান্দা ।

রেযবীরা কবরে মুনকার নাকীর সওয়াল এর জওয়াব কী শেখাচ্ছেন দেখুন

নাকীরাইন আকে মারকাদ মেঁ জো পুছেঙ্গে তু কিসকা হ্যায়,
আদাব সে সার ঝুকাকর লুঙ্গা নাম আহমাদ রেযা খান কা
(বেরেলীতে ছাপা নাগমাতুর রুহ ১৩ পৃঃ)

মুনকার নাকীর কবরে এসে যখন জিজ্ঞাসা করবে তুমি কার, আমি বিনীতভাবে মাথা নত করে আহমদ রেযা খাঁর নাম নেব, অর্থাৎ - কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে, তোমার নবী কে, তোমার দ্বীন কী ? জবাব দেওয়া হবে আমার রব আহমাদ রেযা, আমার নবী আহমাদ রেযা, আমার দ্বীন আহমাদ রেযা ।

এই হচ্ছে রেযবী মাযহাব, যা শঠতা, মিথ্যা এবং ধোকাবাজীতে পরিপূর্ণ । এদের সব বই কিতাব পত্র পত্রিকা নিরালা মুজাদ্দিদ ব্যতিক্রমী মুজতাহীদ, বিশ্ব বিখ্যাত ধোঁকাবাজ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রতারক এই ইমাম আহমাদ রেযা খাঁকে ঘিরে । এত বড় প্রতারক যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেশের বড় বড় আলিম ও মুফতীদের পর্যন্ত এ ধোঁকা দিয়েছে । ধোঁকা যখন ধরা পড়ে গেছে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছে । প্রিয়নবীর পবিত্র মাজার জিয়ারত করার সৌভাগ্যও এর হয়নি । এই ধোঁকাবাজের যাঁরা শিষ্য প্রশিষ্য তাদেরও কাজ দ্বীন শরীয়াতের নামে মানুষকে ধোকা দেওয়া । এই কুখ্যাত ইমাম, রেযবীদের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই দুনিয়ার সকল

মুসলমানই এদের দৃষ্টিতে কাফের । অভিযোগ আল্লাহর দরবারেই পেশ করি ।

আপনি যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দ্বীনের উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চান তাহলে উলামায়ে হাক্কানী, রাব্বানীদের অনুসরণ অনিকরণ করা জরুরী । দ্বীন শরীয়াত কোন তামাশার বিষয় নয় - এবং আখিরাতে নাজাতের জন্য জরুরী । অন্ধকারে না থেকে চোখ খুলুন, বিবেক পরিস্কার করুন । হক, না-হক পূর্ণভাবে আপনার কাছে প্রকাশিত হবে । অত্যান্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, হানাফী মাযহাবের ফিকাহর কিতাবগুলিতে যেসব বিষয়ের নামগন্ধ নেই সেইসব কাজ হানাফিয়াতের নামে করা হচ্ছে । 'দেওবন্দী' কোন মাযহাব নয় । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আদর্শের সামান্য বিকৃতি উলামায়ে দেওবন্দ বরদাস্ত করে না । এটাও আমাদের একমাত্র এবং একমাত্র অপরাধ ।

একটি ঘোষণা ঃ গত ৮/৯/২০১০ মে, ২০০৫ রবি, সোম, মঙ্গলবার বিহারের কটিহার জেলার বারসৌয় মহকুমার মালিকপুর হাটে (ডালখোলার অনতিদূরে) দেওবন্দী, বেরেলী বাহাস ছিল । দুদিন আলোচনার পরে বেরেলীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বারসৌয়ের মহকুমা শাসক ১৪৪ ধারা জারি করে বাহাস বন্ধ করে দেন । সেখানে হারজিতের কোন ফায়সালাই হয়নি । অথচ প্রথম দিনেই মহারাষ্ট্রের নাগপুর, উত্তরপ্রদেশের কানপুর, এলাহাবাদ ও অন্যান্য বহু জায়গায় এরা পোষ্টার মেরেছে যে, ওখানে তারা জিতে গেছে । আমাদের কাছে ওখানকার বাহাসের পুরো ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে যে কোনা ব্যক্তি এটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেখানে কি হয়েছিল । প্রথম দিনেই যে সব পোষ্টার মারা হয়েছে তা ছাপা হয়েছিল কখন ?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে মাওলানা আব্দুস সালাম, আবূ জা'ফর ও শামসুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও মাওলানা আতাউল্লাহ, হাফিজ গোলাম মুস্তাফা ও মাষ্টার মনির হুসাইন কর্তৃক প্রচারিত ।